

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড  
রাজস্ব ভবন  
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- জারাবো/আঃআঃবিঃ/কর-৭/বাজেট-২০০৮-০৯(১)/১৮৬ তারিখঃ ০৩/০৮/২০০৮ইং

বিষয়ঃ অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ সহ ৩০/০৬/২০০৮ পর্যন্ত অন্যান্য অধ্যাদেশ ও প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তনসমূহের ব্যাখ্যা।

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ কার্যকর হওয়ার পর থেকে ৩০/০৬/২০০৮ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ সহ অন্যান্য অধ্যাদেশ ও প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে কতিপয় সংশোধনী আনা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, আয়কর বিধিমালা এবং এস.আর.ও এর মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধানাবলীর যথাযথ অনুসরণ ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো :

১। ২০০৮-০৯ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য কর হার :

(ক) ব্যক্তি শ্রেণীর কর হার :

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ব্যক্তি শ্রেণীর সকল করদাতার জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা একইরূপ নির্ধারিত থাকলেও অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের মধ্যে মহিলা করদাতা, ৭০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী করদাতার জন্য পৃথক করমুক্ত আয়ের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে যা ১,৮০,০০০/- টাকা। ২০০৮-০৯ কর বছরে মহিলা করদাতা, ৭০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী করদাতা ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ১,৬৫,০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

নতুন এই কর বছরে মহিলা করদাতা, ৭০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা বা প্রতিবন্ধী করদাতা ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার জন্য প্রযোজ্য কর হার নিম্নরূপ :

মোট আয়

কর হার

(ক) প্রথম ১,৬৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ....	শূন্য
(খ) পরবর্তী ২,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ...	১০%
(গ) পরবর্তী ৩,২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ...	১৫%
(ঘ) পরবর্তী ৩,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ...	২০%
(ঙ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর .....	২৫%

অপর দিকে মহিলা করদাতা, ৭০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী করদাতাদের আয়ের উপর ২০০৮-০৯ করবর্ষের আয়করের হার নিম্নরূপ :

মোট আয়	কর হার
(ক) প্রথম ১,৮০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ....	শূন্য
(খ) পরবর্তী ২,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ...	১০%
(গ) পরবর্তী ৩,২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ...	১৫%
(ঘ) পরবর্তী ৩,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ...	২০%
(ঙ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর .....	২৫%

- তবে শর্ত থাকে যে, সকল করদাতার ক্ষেত্রে প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ ২,০০০/- টাকার কম হবে না। এছাড়া কোন করদাতার বিনিয়োগ রেয়াত প্রদানের পর প্রদেয় করের পরিমাণ ২,০০০/- টাকার কম বা ঋণাত্মক হলেও উক্ত করদাতাকে ন্যূনতম ২,০০০/- টাকা আয়কর পরিশোধ করতে হবে।
- আরও শর্ত থাকে যে, ২০০৭-২০০৮ করবর্ষে যে সকল করদাতা সর্বোচ্চ ২৫% হারে কর প্রদান করেছেন, তাঁরা ২০০৮-২০০৯ করবর্ষে কমপক্ষে ১০% অধিক হারে আয় প্রদর্শন করলে প্রদর্শিত অতিরিক্ত আয়ের জন্য পরিশোধযোগ্য করের উপর ১০% হারে কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেনঃ
- আরও শর্ত থাকে যে, কোন করদাতা যদি স্বল্প উন্নত এলাকা (less developed area) বা সবচেয়ে কম উন্নত এলাকায় (least developed area) অবস্থিত কোন ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্পের মালিক হন এবং উক্ত কুটির শিল্পের দ্রব্যাদি উৎপাদনে নিয়োজিত থাকেন, তাহলে তিনি উক্ত ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প হতে উদ্ভূত আয়ের উপর নিম্নবর্ণিত হারে আয়কর রেয়াত লাভ করবেন :

	বিবরণ	রেয়াতের হার
(অ)	যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় ১৫% এর অধিক, কিন্তু ২৫% এর অধিক নহে	সেক্ষেত্রে উক্ত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ৫%;
(আ)	যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় ২৫% এর অধিক হয়	সেক্ষেত্রে উক্ত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ১০%;

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে "সবচেয়ে কম উন্নত এলাকা (least developed area)" বা "স্বল্প উন্নত এলাকা (less developed area)" অর্থ Income-tax Ordinance, 1984 এর section 45 এর sub-section (2A) এর clause



(b) এবং (c) এর বিধান অনুসারে বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সবচেয়ে কম উন্নত এলাকা (least developed area) বা স্বল্প উন্নত এলাকা (less developed area)।

(খ) কোম্পানীর কর হার :

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর কর হারের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে বিদ্যমান সকল শর্তাদি অপরিবর্তিত রেখে কর হার ২.৫% হারে হ্রাস করা হয়েছে। তবে, ব্যাংক, বীমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানীর কর হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এর ফলে ২০০৮-০৯ করবর্ষে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর আয়ের উপর ৩৭.৫% হারে এবং পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানীর আয়ের উপর ২৭.৫% হারে; ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে ৪৫% এবং মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানীর ক্ষেত্রে ৪৫% হারে আয়কর ধার্য হবে। মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানীর ক্ষেত্রে এর সঙ্গে সম্পর্কিত শর্ত ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সকল শর্ত অপরিবর্তিত রয়েছে।

সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে লভ্যাংশ আয়ের উপর ১৫% হারে কর ধার্যকরণের পরিবর্তে অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে ২০০৮-০৯ করবর্ষে ২০% হারে কর ধার্যকরণের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানীর ন্যূনতম ১০% শেয়ার initial public offer এর মাধ্যমে publicly traded company তে রূপান্তরিত হওয়ার শর্তে ২০০৭-০৮ করবর্ষে ঐ কোম্পানীর কর হার ৪৫% স্থলে ৩৫% হওয়ার বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে শর্তটি সংশোধন করে ন্যূনতম ১০% শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হস্তান্তর করতঃ publicly traded company তে রূপান্তরিত হওয়ার শর্তে কর হার ৪৫% এর স্থলে ৩৫% হওয়ার বিধান করা হয়েছে।

কোম্পানীর কর হার সংক্রান্ত সিডিউলটি নিম্নরূপ :

কোম্পানী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সে সকল করদাতা যাদের ক্ষেত্রে Income-tax Ordinance, 1984 অনুযায়ী সর্বোচ্চ হারে (at the maximum rate) আয়কর আরোপিত হয়-

(১) বাংলাদেশে যে কোম্পানীর রেজিস্ট্রীকৃত অফিস অবস্থিত সেই কোম্পানী হতে লব্ধ ডিভিডেন্ড আয় ব্যতিরেকে অন্য সর্ব প্রকার আয়ের উপর-

(ক) দফা (খ) ও (গ) তে বর্ণিত কোম্পানীসমূহের  
ক্ষেত্র ব্যতীত,

(অ) এরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানীর ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company.....

উক্ত আয়ের ২৭.৫% :

তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ publicly traded company যদি ২০% এর চেয়ে বেশী লভ্যাংশ প্রদান করে তাহলে প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০% হারে আয়কর রেয়াত লাভ করবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, এরূপ publicly traded company যদি ১০% এর কম লভ্যাংশ ঘোষণা করে অথবা সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদান না করে তাহলে উক্ত publicly traded company এর কর হার হইবে ৩৭.৫%;

(আ) এরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানীর ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company নয়, এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষসহ Income-tax Ordinance, 1984 এর section 2 এর clause (20) এর sub-clause (a), (b), (bb), (bbb) ও (c) এর আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে .....

উক্ত আয়ের ৩৭.৫ %;

(খ) ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষেত্রে .....

উক্ত আয়ের ৪৫ % ।



(গ) মোবাইল ফোন অপারেটর  
কোম্পানীর ক্ষেত্রে .....

উক্ত আয়ের ৪৫ %ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ  
কোম্পানী যদি ন্যূনতম ১০%  
শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জের  
মাধ্যমে হস্তান্তর করতঃ  
Publicly traded  
company তে রূপান্তরিত হয়  
সেক্ষেত্রে কর হার হবে ৩৫% ।

(২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮  
নং আইন) এর অধীনে বাংলাদেশে নিবন্ধিত  
কোন কোম্পানী অথবা আইন অনুযায়ী গঠিত  
সংবিধিবদ্ধ কোন প্রতিষ্ঠান হতে ১৯৪৭  
সালের ১৪ আগস্টের পরে ইস্যুকৃত, প্রতিশ্রুত  
ও পরিশোধিত পুঁজির উপরে ঘোষিত ও  
পরিশোধিত ডিভিডেন্ড আয়ের উপর বা  
বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এরূপ বিদেশী  
কোম্পানীর মুনাফা প্রত্যাভাসন যা Income-  
tax Ordinance, 1984 এর section 2  
এর clause (26) এর sub-clause  
(dd) অনুসারে লভ্যাংশ হিসেবে গণ্য, তার  
উপর প্রযোজ্য কর .....

উক্ত আয়ের ২০% ।

(৩) কোম্পানী নয়, বাংলাদেশে অনিবাসী  
(অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এরূপ ব্যক্তি  
শ্রেণীভুক্ত করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর  
প্রযোজ্য কর;

উক্ত আয়ের ২৫% ।

ব্যাখ্যা ১- এই অনুচ্ছেদে "publicly traded company" বলতে এরূপ কোন পাবলিক  
লিমিটেড কোম্পানী বুঝাবে যা Companies Act, 1913 (VII of 1913) বা কোম্পানী  
আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং যে আয়  
বৎসরের আয়কর নির্ধারণ করা হবে সেই আয় বৎসরের সমাপ্তির পূর্বে উক্ত কোম্পানীটির  
শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়েছে ।

২। কোম্পানীর জন্য লাভ-ক্ষতি নির্বিশেষে 'ন্যূনতম কর' (minimum tax)  
আরোপ সম্পর্কিত ধারা 16CC বিলোপঃ

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 16CC  
বিলোপ করা হয়েছে । ফলে ২০০৮-২০০৯ করবর্ষ থেকে কোম্পানী করদাতার আয়কর

মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ন্যূনতম কর আরোপের বিধান আর থাকছে না। তবে কোন কোম্পানী করদাতার ২০০৬-২০০৭ ও ২০০৭-২০০৮ করবর্ষের মামলা ১লা জুলাই ২০০৮ইং তারিখে বা তৎপরবর্তী কোন তারিখে নিষ্পত্তি করা হলে সেক্ষেত্রে 16CC ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে।

৩। আয়কর রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ভাতা ও আয়কর রেয়াতের হার পরিবর্তনঃ

অধ্যাদেশ নং- ৪২, ২০০৭ [৪২(মুঃপ্রঃ), তারিখ- ৩১/১২/২০০৭] এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 44(3) ধারা সংশোধন করে অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ভাতার সর্বোচ্চসীমা ২,৫০,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫,০০,০০০/- টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। অপরদিকে, অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে 44(3) ধারার প্রোভাইসোটি সংশোধন করে অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ভাতার সীমা মোট করযোগ্য আয়ের ২০% থেকে বৃদ্ধি করে ২৫% করা হয়েছে এবং একই সাথে 44(2)(B) সংশোধন করে কর রেয়াতের পরিমাণ অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ভাতার ১৫% এর স্থলে ১০% এ হ্রাস করা হয়েছে।

২০০৮-২০০৯ করবর্ষ থেকে কোন করদাতার করযোগ্য মোট আয়ের ২৫% বা ৫,০০,০০০/- টাকা, এ দুটির মধ্যে যেটি কম, সেটি করদাতার অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ভাতা হিসাবে বিবেচিত হবে এবং করদাতা অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ভাতার ১০% হারে আয়কর রেয়াত পাবেন।

উদাহরণ : ধরা যাক, ২০০৮-২০০৯ করবর্ষে জনাব জামান এর নিরূপিত মোট আয় ১০,০০,০০০/- টাকা এবং অনুমোদনযোগ্য বিভিন্ন খাতে তাঁর বিনিয়োগের পরিমাণ ৪,০০,০০০/- টাকা। ২০০৮-২০০৯ করবর্ষে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমা ৫,০০,০০০/- টাকা এবং তাঁর বিনিয়োগের পরিমাণ ৪,০০,০০০/- টাকা হওয়া সত্ত্বেও জামান সাহেব তাঁর মোট আয়ের ২৫% পর্যন্ত সর্বোচ্চ ২,৫০,০০০/- টাকার উপর কর রেয়াত পাবেন। ২০০৮-২০০৯ করবর্ষে জামান সাহেবের কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ২,৫০,০০০/- টাকার ১০% = ২৫,০০০/- টাকা।

৪। কর অবকাশ সংক্রান্ত নতুন ধারা 46B সংযোজন :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 46A ধারা অনুযায়ী ৩০/০৬/২০০৮ইং তারিখে কর অবকাশের মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়েছে অর্থাৎ ৩০/০৬/২০০৮ তারিখের পরে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উক্ত ধারা অনুযায়ী কর অবকাশ মঞ্জুর করার সুযোগ রহিত হয়েছে। তবে অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে একটি নতুন ধারা 46B সংযোজন করে ভিন্ন আঙ্গিকে কর অবকাশ সুবিধা প্রদানের বিধান অব্যাহত রাখা হয়েছে। কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত 46A এবং 46B ধারার বিধানসমূহের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। যে সকল ক্ষেত্রে 46A এবং 46B ধারার বিধানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ



(ক) ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পাহাড়ী জেলা ব্যতিত) এ প্রতিষ্ঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে 46A ধারা অনুযায়ী কর অবকাশের মেয়াদ ৪ বছর হলেও 46B ধারা অনুযায়ী কর অবকাশের মেয়াদ ৫ বছর। তবে 46A ধারা অনুযায়ী শিল্পটি ৪ বছর যাবৎ উহার ব্যবসা আয়ের ১০০% কর অবকাশ সুবিধা ভোগ করলেও 46B ধারা অনুযায়ী কর অবকাশ মেয়াদের প্রথম ২ বছর উহার ব্যবসা আয়ের ১০০%, পরবর্তী ২ বৎসর ৫০% এবং শেষ বছর ২৫% করমুক্ত সুবিধা ভোগ করবে।

অপরদিকে রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল বিভাগ এবং রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পাহাড়ী জেলায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে 46A ধারা অনুযায়ী কর অবকাশের মেয়াদ ৬ বছর হলেও 46B ধারা অনুযায়ী কর অবকাশের মেয়াদ ৭ বছর। তবে 46A ধারা অনুযায়ী শিল্পটি ৬ বছর যাবৎ উহার ব্যবসা আয়ের ১০০% কর অবকাশ সুবিধা ভোগ করলেও 46B ধারা অনুযায়ী কর অবকাশ মেয়াদের প্রথম ৩ বছর উহার ব্যবসা আয়ের ১০০%, পরবর্তী ৩ বৎসর ৫০% এবং শেষ বছর ২৫% করমুক্ত সুবিধা ভোগ করবে।

(খ) কেবল ০১/০৭/২০০৮ তারিখ থেকে ৩০/০৬/২০১১ তারিখের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, ভৌত অবকাঠামো ও পর্যটন শিল্পই 46B ধারা অনুযায়ী কর অবকাশ সুবিধা লাভের যোগ্য হবে।

(গ) ৪৬অ ধারা অনুযায়ী কর অবকাশ প্রার্থী কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা হওয়ার শর্ত থাকলেও 46B ধারা অনুযায়ী পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা হওয়ার শর্ত রয়েছে।

(ঘ) কর অবকাশের জন্য নির্ধারিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের তালিকায় 46A ধারার অধীনে নিম্নলিখিত শিল্পসমূহ অন্তর্ভুক্ত নেইঃ

পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প এবং এমএস রড ও সিআই শীট উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প; ভৌত অবকাঠামো এর তালিকায় মনোরেল, পাতাল রেল, মোবাইল ফোন ব্যতিত টেলিকমিউনিকেশন অবকাঠামো ও এগ্রোপ্রসেসিং শিল্প। কিন্তু 46B ধারায় উপর্যুক্ত শিল্পসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, নির্ধারিত শিল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত টেক্সটাইল শিল্প সম্পর্কে যাতে কোন প্রকার বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে সে জন্য এখানে টেক্সটাইল শিল্পের বর্ণনা উল্লেখ করা হলো। টেক্সটাইল শিল্প বলতে- বস্ত্র উৎপাদনের সাথে জড়িত কোন সুতা উৎপাদন, সুতা ডাইয়িং, ফিনিশিং, কোনিং, কাপড় তৈরী, কাপড় ডাইয়িং, ফিনিশিং, প্রিন্টিং অথবা উক্তরূপ এক বা একাধিক প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কোন কোম্পানীকে বুঝাবে।

অধিকতর সুবিধার জন্য 46B ধারার বিধানসমূহ এখানে উল্লেখ করা হলো :

(১) এ অধ্যাদেশে বর্ণিত অন্যান্য বিধান পরিপালন সাপেক্ষে ০১/০৭/২০০৮ থেকে ৩০/০৬/২০১১ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত নির্ধারিত শিল্প প্রতিষ্ঠান,

ভৌত অবকাঠামো ও পর্যটন শিল্পের আয়/মুনাফাকে নিম্নরূপে কর অবকাশ সুবিধা প্রদানের বিধান করা হয়েছে। এই আয়/মুনাফা বলতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৪ ধারার অধীনে বর্ণিত আয়/মুনাফাকে বুঝাবেঃ

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি পাহাড়ী জেলা ব্যতিত) এ প্রতিষ্ঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে কর অবকাশের মেয়াদ নিম্নরূপে ৫ বছর-

কর অব্যাহতির মেয়াদ	কর অব্যাহতির হার
প্রথম ২ বছর (১ম ও ২য় বছর)	আয়ের ১০০%
পরবর্তী ২ বছর (৩য় ও ৪র্থ বছর)	আয়ের ৫০%
শেষ ১ বছর (৫ম বছর)	আয়ের ২৫%

রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি পাহাড়ী জেলায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে কর অবকাশের মেয়াদ নিম্নরূপে ৭ বছর-

কর অব্যাহতির মেয়াদ	কর অব্যাহতির হার
প্রথম ৩ বছর (১ম, ২য় ও ৩য় বছর)	আয়ের ১০০%
পরবর্তী ৩ বছর (৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ বছর)	আয়ের ৫০%
শেষ ১ বছর (৭ম বছর)	আয়ের ২৫%

- (২) এ ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠান বলতে- টেক্সটাইল, টেক্সটাইল মেশিনারীজ, পাটজাত দ্রব্য, হাই ভোল্ট গার্মেন্টস, ফার্মাসিউটিক্যাল, মেলামাইন, প্লাস্টিক দ্রব্যাদি, সিরামিক, সেনেটারীওয়্যার, আয়রন আকরিক থেকে স্টীল, এম.এস. রড, সি.আই সীট, সার, কীটনাশক, পেস্টিসাইড, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, পেট্রো-ক্যামিকেল, কৃষি যন্ত্রপাতি, বয়লারস, ঔষধ শিল্প ও ফার্মাসিউটিক্যালের মৌলিক উপাদান, কম্প্রসারস উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প, এগ্রোপ্রসেসিং শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, ডায়মন্ড কাটিং শিল্প অথবা অফিসিয়াল গেজেট দ্বারা প্রকাশিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে।

হাইড্রালু গার্মেন্টস বলতে- ওভারকোট, জ্যাকেট এবং স্যুটকে বুঝাবে।

ভৌত অবকাঠামো বলতে- নদী বা সমুদ্র বন্দর, কন্টেনার টার্মিনাল, অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো অথবা কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন, তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) টার্মিনাল ও ট্রান্সমিশন লাইন, সিএনজি (CNG) টার্মিনাল ও ট্রান্সমিশন লাইন, গ্যাস পাইপ লাইন, ফ্লাইওভার, মনোরেল, পাতাল রেল, মোবাইল ফোন ব্যতীত টেলিফোন অবকাঠামো, বৃহৎ পানি শোধনাগার প্ল্যান্ট ও পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ, বর্জ পরিশোধনাগার প্ল্যান্ট, সৌরশক্তি



প্ল্যান্ট এবং সরকার কর্তৃক গেজেট দ্বারা প্রকাশিত অন্য যে কোন ভৌত অবকাঠামোকে বুঝাবে।

পর্যটন শিল্প (ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিজ) বলতে- তিন তারকা বা তার অধিক মানের আবাসিক হোটেল বা সরকার কর্তৃক গেজেট দ্বারা প্রকাশিত অন্যান্য যে কোন পর্যটন শিল্প সুবিধাকে বুঝাবে।

(৩) এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান, ভৌত অবকাঠামো বা পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারিত ইউনিট কর অবকাশের জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে না।

(৪) কর অবকাশের জন্য নীচের শর্তসমূহ পরিপালন করতে হবে :

(ক) প্রতিষ্ঠানটি পার্লামেন্টের আইন দ্বারা সৃষ্ট কোন কর্পোরেট বডির মালিকানাধীন এবং উক্ত বডি কর্তৃক পরিচালিত হতে হবে। উল্লেখ্য যে, উহার প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত হতে হবে।

অথবা

প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে গঠিত কোন কোম্পানীর মালিকানাধীন এবং উহা কর্তৃক পরিচালিত হতে হবে। কোম্পানীটির রেজিস্টার্ড অফিস বাংলাদেশে অবস্থিত হতে হবে এবং কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন ১০ (দশ) লক্ষ টাকার কম হতে পারবে না।

(খ) করমুক্ত আয়ের ৩০% সেই প্রতিষ্ঠানে অথবা অন্য কোন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর অবকাশ মেয়াদের মধ্যে অথবা মেয়াদ শেষ হওয়ার ১ (এক) বছরের মধ্যে বিনিয়োগ করতে হবে। এ ছাড়া করমুক্ত আয়ের আরও ১০% আয়বর্ষ শেষ হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে শেয়ার মার্কেটে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করতে হবে। এ শর্ত পরিপালিত না হলে এই অধ্যাদেশের অন্যত্র যাই বলা থাকুক না কেন করমুক্ত ঘোষিত উক্ত আয়ের উপর আয়কর আরোপযোগ্য হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, কর অবকাশভোগী উক্ত কোম্পানী যদি কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করে তবে, উপরে বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী কোম্পানীকে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করার প্রয়োজন ছিল তা থেকে ঘোষিত লভ্যাংশের সমপরিমাণ বিনিয়োগ কম করলেও শর্তটি পরিপালিত হবে।

(গ) বিদ্যমান কোম্পানী বিভক্ত হয়ে, পুনর্গঠন করে, বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়েছে এমন কোন যন্ত্রপাতি স্থানান্তরিত বা হস্তান্তরিত হয়ে কোন কোম্পানী গঠিত হলে উক্ত কোম্পানী কর অবকাশ সুবিধা পাবে না।

(ঘ) শিল্প প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত হতে হবে।

(৬) প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিকভাবে কার্যক্রম শুরু করার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে নির্ধারিত ফরমে কর অবকাশের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।

(৫) এই ধারায় যাই বলা থাকুক না কেন কর অবকাশভোগী প্রতিষ্ঠানের কোন উদ্যোক্তা পরিচালক যদি অপর কোন কোম্পানীর পরিচালক হন ও কর অবকাশভোগী প্রতিষ্ঠান যদি উক্ত অপর কোম্পানীর সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন করে এবং কর অবকাশভোগী প্রতিষ্ঠানের কর নির্ধারণকালে যদি উপকর কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অন্য প্রতিষ্ঠানটির আয় কমানোর উদ্দেশ্যে বাজার মূল্যের তুলনায় কম বা বেশী দামে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয়েছে তাহলে যে বছর এই ধরনের লেনদেন সংগঠিত হয়েছে ঐ বছর করমুক্ত সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে।

(৬) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর অবকাশের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদনপত্র দাখিল করার ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সিদ্ধান্ত প্রদান করবে অন্যথায় আবেদনটি মঞ্জুরকৃত বলে বিবেচিত হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, আবেদনকারীকে কোন শুনানীর সুযোগ না দিয়ে আবেদনপত্র প্রত্যাহান করা যাবে না।

(৭) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ কোন আবেদনকারী সিদ্ধান্ত পাওয়ার ৪ (চার) মাসের মধ্যে পুনঃবিবেচনার আবেদন করতে পারবেন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যা সঠিক বলে মনে করে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

(৮) ব্যবসায় বা পেশা আয় থেকে যেভাবে আয় নিরূপণ করা হয় একই পদ্ধতিতে এই ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠানের আয় নিরূপিত হবে। উল্লেখ্য যে, এই ক্ষেত্রে শুধু সাধারণ অবচয় অনুমোদিত হবে।

(৯) করদাতার অন্য কোন উৎসের আয় থাকলে উহা পৃথকভাবে নিরূপিত হবে এবং যদি কর অবকাশভোগী প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি নিরূপিত হয় তা হলে উক্ত ক্ষতি ঐ প্রতিষ্ঠানের আয়ের সঙ্গে সমন্বয় করতে পারবে অথবা সমন্বয়ের জন্য জের টানতে পারবে। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কর অবকাশ মেয়াদের বাইরে এই ক্ষতির জের টানা যাবে না।

(১০) সরকার কর্তৃক অন্যকোনভাবে নির্দিষ্ট করা না হলে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কর অবকাশভোগী প্রতিষ্ঠানের আয় করমুক্ত বলে বিবেচিত হবে নাঃ

(ক) শেয়ার হোল্ডারকে প্রদত্ত কোন লভ্যাংশ;

(খ) কোম্পানীর মূলধনী আয়;

(গ) এই অধ্যাদেশের 30 ধারা অনুযায়ী খরচ অনুমোদিত না হওয়ার ফলে উদ্ভূত আয়।



(১১) উপকর কমিশনার কোন কর বছরের কর নির্ধারণকালে যদি উল্লেখিত কোন শর্ত পরিপালন করা হয়নি বলে দেখতে পান তাহলে ঐ বছরের কর অবকাশ সুবিধা বাতিল হয়েছে বলে বিবেচিত হবে এবং উপকর কমিশনার আয়ের উপর কর ধার্য করতে পারবে।

(১২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের ১ বছরের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠান এরূপ অনুমোদন বাতিল করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করতে পারবেন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যা উপযুক্ত বলে মনে করে সেরূপ আদেশ দিতে পারবেন।

(১৩) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনস্বার্থে এরূপ অনুমোদন বাতিল করতে পারবে।

(১৪) কর অবকাশ আবেদন অনুমোদনের পদ্ধতি, পুনর্বিবেচনা বা কর অবকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

৫। সঞ্চয়পত্রের সুদ/মুনাফার উপর উৎসে আয়কর কর্তন সংক্রান্ত 52D ধারার সংশোধনঃ

অধ্যাদেশ নং- ৩২(মুঃপ্রঃ), তারিখ- ৩০/১০/২০০৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 52D এর প্রথম প্রোভাইসো সংশোধন করে এরূপ বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে যে, সঞ্চয়পত্রের সুদ/মুনাফার পরিমাণ আয়বছরে ১,৫০,০০০/- টাকা অতিক্রম করলেই কেবল উহার উপর উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হবে এবং এরূপ উৎসে কর্তিত আয়কর চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচিত হবে না। এ বিধান ১লা জুলাই, ২০০৭ তারিখ থেকেই কার্যকর হয়েছে।

৬। সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু/নবায়নের সময় অগ্রিম আয়কর আদায়ের বিধান সংক্রান্ত ধারা 52K সংশোধনঃ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 52K প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এরূপ বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে যে, ১লা জুলাই, ২০০৮ইং তারিখে বা তৎপরবর্তী তারিখে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নতুন ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করার সময় কোন অগ্রিম আয়কর সংগ্রহ করতে হবে না। তবে ১লা জুলাই বা তৎপরবর্তী তারিখে সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের সময় ট্রেড লাইসেন্সধারীর নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারের অনুকূলে পরিশোধিত চালান বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে ৫০০/- টাকা হারে অগ্রিম আয়কর সংগ্রহ করতে হবে। এরূপ আদায়কৃত অগ্রিম কর করদাতার রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের বিপরীতে ধার্যকৃত করের সাথে সমন্বয়যোগ্য কর হিসেবে বিবেচিত হবে। এ বিধান দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৭। উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের ৭ম অধ্যায়ে রেন্টাল পাওয়ার কোম্পানী (Rental Power Company) এর ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর সংগ্রহ সংক্রান্ত নতুন ১টি ধারা 52N সংযোজনঃ  
২০০৮ সনের ১৩নং অধ্যাদেশ [অধ্যাদেশ নং- ১৩ (মুঃপ্রঃ), তারিখ- ১৫/০৪/২০০৮] অনুযায়ী আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৭ম অধ্যায়ে একটি নতুন ধারা 52N সংযোজন করা হয়েছে।

উক্ত ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক যদি কোন রেন্টাল পাওয়ার কোম্পানীকে উহার কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে তিন বছরের মধ্যে রেন্টাল পাওয়ার ক্রয়ের বিপরীতে অর্থ প্রদান করা হয় তবে, অর্থ প্রদানকালে ৪% হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহ বা পরিশোধ করতে হবে যা ঐ কোম্পানীর বিদ্যুৎ বিক্রয়ের বিপরীতে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

৮। নীট ও ওভেন গার্মেন্টস ব্যতীত অন্য যেকোন পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত আয়করকে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করার পরিবর্তে অগ্রিম আয়কর হিসেবে গণ্যকরণের জন্য ধারা 53BBBB এর সংশোধনঃ

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে 53BBBB ধারা সংযোজন করে নীট ও ওভেন গার্মেন্টস ব্যতীত অন্য যেকোন পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকের নিকট থেকে রপ্তানি মূল্যের উপর ০.২৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তন এবং উৎসে কর্তিত উক্ত আয়করকে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছিল। ২০০৮ সনের ০১ নং অধ্যাদেশ [নং-০১ (মুঃ প্রঃ), তারিখ- ০৭/০২/২০০৮] দ্বারা 53BBBB ধারা অনুযায়ী উৎসে কর্তিত উক্ত আয়কর কে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করার পরিবর্তে অগ্রিম আয়কর হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে। সংশোধিত এ বিধান ০১/০৭/২০০৭ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়েছে।

৯। সঞ্চয়ী পেনশন স্কীমের (ডিপিএস) সুদের উপর উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য না হওয়ার বিষয়ে 53F ধারায় প্রয়োজনীয় বিধান সংযোজনঃ

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে, ১৯৮৪ এর 53F ধারার বিদ্যমান প্রোভাইসোটর পর আরো একটি প্রোভাইসো সংযোজন করে তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক চালুকৃত এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সঞ্চয়ী পেনশন স্কীমের সুদের উপর উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না মর্মে বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। ০১/০৭/২০০৮ বা এর পরবর্তী কোন তারিখে এরূপ সুদ প্রদান বা ক্রেডিট করার ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না।

১০। বীমা কমিশন থেকে উৎসে আয়কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা 53G এর সংশোধনঃ

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের 53G সংশোধন করে বীমা কোম্পানী কর্তৃক বীমা ব্যবসা সংগ্রহ অথবা বিদ্যমান বীমা পলিসি চালু রাখা, নবায়ন করা বা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য নিবাসী বীমা এজেন্টকে প্রদেয় কমিশন থেকে



৭.৫% এর স্থলে ৩% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। একই সাথে বিদ্যমান প্রোভাইসোটি বিলোপ করে বীমা কমিশন থেকে উৎসে আয়কর কর্তনের অব্যাহতি সীমা বিলোপ করা হয়েছে। ফলে ১লা জুলাই ২০০৮ থেকে বীমা কোম্পানী কর্তৃক নিবাসী বীমা এজেন্টকে পরিশোধযোগ্য যেকোন অংকের কমিশন থেকে ৩% হারে উৎসে অগ্রিম আয়কর কর্তন করতে হবে। এরূপ কর্তিত অগ্রিম আয়কর করদাতার রিটার্ণে প্রদর্শিত আয়ের বিপরীতে ধার্যকৃত করার সাথে সমন্বয়যোগ্য কর হিসেবে বিবেচিত হবে।

১১। উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের ৭ম অধ্যায়ে নতুন ৩টি ধারা 53I, 53J I 53K সংযোজনঃ

(ক) ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক হিসাবের সুদ/মুনাফা থেকে অগ্রিম আয়কর কর্তন [Deduction at source from interest on deposit of Post Office Savings Bank Account (ধারা 53I)]ঃ

০১/০৭/২০০৭ইং থেকে ৩০/০৬/২০০৮ইং পর্যন্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 53F ধারা অনুযায়ী পোস্ট অফিস সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাব থেকে যেকোন অংকের সুদ/মুনাফা আয়ের উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান বলবৎ ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 53F সংশোধন ও নতুন ধারা 53I সংযোজন করে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক হিসাব থেকে উদ্ভূত সুদ/মুনাফা প্রদানের ক্ষেত্রে বার্ষিক সুদ/মুনাফার পরিমাণ ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে না। প্রদেয় বার্ষিক সুদ/মুনাফার পরিমাণ ১,৫০,০০০/- টাকার বেশী হলে শুধু ১,৫০,০০০/- টাকার অতিরিক্ত সুদ/মুনাফার অংক থেকে ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে। এরূপে কর্তিত উৎসে আয়কর করদাতার রিটার্ণে প্রদর্শিত আয়ের বিপরীতে ধার্যকৃত করার সাথে সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম আয়কর হিসেবে বিবেচিত হবে।

১লা জুলাই ২০০৮ইং তারিখে বা তৎপরবর্তী তারিখে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের সুদ/মুনাফা প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন প্রবর্তিত ধারা 53I প্রযোজ্য হবে।

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা হলো-

ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক কর্তৃক ১লা জুলাই ২০০৮ইং তারিখে বা এর পরবর্তী কোন তারিখে কোন সঞ্চয়কারীকে প্রদেয় বার্ষিক সুদ/মুনাফার পরিমাণ ১,৭৫,০০০/- টাকা হলে উক্ত টাকা থেকে কর্তনযোগ্য আয়করের পরিমাণ হবে =  $(১,৭৫,০০০ - ১,৫০,০০০) = ২৫,০০০ \times ১০\% = ২,৫০০/-$  টাকা

ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক কর্তৃক ১লা জুলাই ২০০৮ইং তারিখে বা এর পরবর্তী কোন তারিখে কোন সঞ্চয়কারীকে প্রদেয় বার্ষিক সুদ/মুনাফার পরিমাণ ১,৩০,০০০/- টাকা হলে উক্ত টাকা থেকে কোন উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না।

কোন সঞ্চয়কারীর বার্ষিক সুদ/মুনাফার পরিমাণ ১,৫০,০০০/- টাকার অধিক হবে কিনা এ বিষয়ে করদাতার নিকট থেকে কোন ঘোষণা বা প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহের প্রয়োজন নেই। সঞ্চয়কারী যে ডাকঘরে সঞ্চয় ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণ করেন সে ডাকঘরে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বার্ষিক সুদ/মুনাফার পরিমাণ ১,৫০,০০০/- টাকার অধিক হলেই কেবল উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে।

(খ) খালি জমি, প্ল্যান্ট অথবা মেশিনারী ভাড়া থেকে উৎসে আয়কর কর্তন [Deduction at source from rental value of vacant land or plant or machinery (ধারা 53J)].

অর্থ অধ্যাদেশ ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের নতুন ধারা 53J সংযোজনের মাধ্যমে খালি জমি বা প্ল্যান্ট বা মেশিনারী ভাড়ার বিপরীতে প্রদেয় ভাড়ার অংক থেকে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। আয়কর বিধি ১৯৮৪ তে বিধি-17BB সংযোজনের মাধ্যমে এক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তনের হার এবং কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে যা অপর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হলো :

#### উৎসে আয়কর কর্তনের হার

মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ১৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত	উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য নয়
মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ১৫,০০১/- টাকা থেকে ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত-	উৎসে আয়কর কর্তনের হার সম্পূর্ণ ভাড়ার উপর ৩%
মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ৩০,০০০/- টাকার অধিক হলে	উৎসে আয়কর কর্তনের হার সম্পূর্ণ ভাড়ার উপর ৫%

এরূপ উৎসে আয়কর কর্তন সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম বিল পরিশোধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। ০১/০৭/২০০৮ তারিখে বা এর পরবর্তী তারিখে বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে। লীজিং কোম্পানীকে লীজ রেন্টাল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তনের এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

খালি জমি বা প্ল্যান্ট বা মেশিনারী ভাড়া থেকে উৎসে কর্তনকারী কর্তৃপক্ষঃ সরকার অথবা কোন কর্তৃপক্ষ বা কর্পোরেশন বা তার কোন ইউনিট যার কার্যাবলী বাংলাদেশে প্রয়োগযোগ্য কোন আইন, অধ্যাদেশ বা আদেশ দ্বারা অনুমোদিত অথবা কোন কোম্পানী, ব্যাংক, বীমা বা অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান অথবা সমবায় ব্যাংক অথবা এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোতে নিবন্ধিত কোন এনজিও অথবা কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল/ডেন্টাল/ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কর্তৃক এরূপ কোন ভাড়া পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে।



উপরে বর্ণিত উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞাভুক্ত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এরূপ ভাড়া পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না।

(গ) সংবাদপত্র, সাময়িকী বা বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত বিজ্ঞাপন বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন [Deduction of tax from advertising bill of newspaper or magazine or private television channel (ধারা 53K)]:

অর্থ অধ্যাদেশ ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে নতুন ধারা 53K সংযোজনের মাধ্যমে সংবাদ পত্র, সাময়িকী অথবা বেসরকারী টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন বিল পরিশোধের সময় বিলের অংক থেকে ৩% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। এই ধারার অধীনে বর্ণিত উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১লা জুলাই, ২০০৮ বা তৎপরবর্তী তারিখে যে কোন অংকের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উল্লিখিত হারে উৎসে কর করতে হবে। এরূপ উৎসে আয়কর কর্তন সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম বিল পরিশোধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

সংবাদ পত্র বা ম্যাগাজিন বা বেসরকারী টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন বিল থেকে উৎসে কর্তনকারী কর্তৃপক্ষঃ সরকার অথবা কোন কর্তৃপক্ষ বা কর্পোরেশন বা তার কোন ইউনিট যার কার্যাবলী বাংলাদেশে প্রয়োগযোগ্য কোন আইন, অধ্যাদেশ বা আদেশ দ্বারা অনুমোদিত অথবা কোন কোম্পানী, ব্যাংক, বীমা বা অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান অথবা সমবায় ব্যাংক অথবা এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোতে নিবন্ধিত কোন এনজিও অথবা কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল/ডেন্টাল/ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কর্তৃক এরূপ কোন বিজ্ঞাপন বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে।

উপরে বর্ণিত উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞাভুক্ত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিজ্ঞাপন বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না।

১২। অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যক্তি করদাতার ডিভিডেন্ড আয় থেকে উৎসে আয়কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা 54 এর সংশোধনঃ

৩০শে জুন, ২০০৮ পর্যন্ত বলবৎ বিধান অনুযায়ী অনিবাসী বাংলাদেশী করদাতাকে ডিভিডেন্ড আয় প্রদানকালে ব্যক্তি করদাতার জন্য প্রযোজ্য সর্বোচ্চ হারে অর্থাৎ ২৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 54 সংশোধন করে অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যক্তি করদাতার ডিভিডেন্ড আয় থেকে ব্যক্তি করদাতার জন্য প্রযোজ্য সর্বোচ্চ হারে উৎসে আয়কর কর্তনের পরিবর্তে ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে।

১লা জুলাই ২০০৮ইং তারিখে বা এরপরবর্তী তারিখে অনিবাসী বাংলাদেশী কোন ব্যক্তি করদাতাকে ডিভিডেন্ড আয় পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তনের পরিবর্তিত এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

১৩। অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যক্তি করদাতার আয় থেকে উৎসে আয়কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৫৬ এর সংশোধনঃ

৩০শে জুন, ২০০৮ পর্যন্ত বলবৎ বিধান অনুযায়ী অনিবাসী বাংলাদেশী করদাতাকে লভ্যাংশ ব্যতীত অন্য যেকোন খাতের আয় প্রদান করার সময় ব্যক্তি করদাতার জন্য প্রযোজ্য সর্বোচ্চ হারে অর্থাৎ ২৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৬ সংশোধন করে অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যক্তি করদাতার আয় থেকে ব্যক্তি করদাতার জন্য প্রযোজ্য সর্বোচ্চ হারে উৎসে আয়কর কর্তনের পরিবর্তে নিবাসী করদাতার জন্য প্রযোজ্য হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান প্রবর্তন হয়েছে। ১লা জুলাই ২০০৮ইং তারিখে বা তৎপরবর্তী তারিখে অনিবাসী বাংলাদেশী কোন ব্যক্তি করদাতাকে ডিভিডেন্ড আয় ব্যতীত অন্য যেকোন খাতের আয় প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তনের পরিবর্তিত এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণঃ ধরা যাক, একজন অনিবাসী বাংলাদেশী করদাতার বাংলাদেশে ব্যাংক সুদ ও বাড়ী ভাড়া খাতে আয় আছে। ৩০শে ডিসেম্বর, ২০০৮ইং তারিখে তাঁকে ৫,০০,০০০/- টাকা ব্যাংক সুদ এবং প্রতিমাসে ২৫,০০০/- টাকা হিসেবে ছয় মাসের বাড়ী ভাড়া বাবদ মোট ১,৫০,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হবে। ব্যাংক সুদ পরিশোধ করার সময় নিবাসী করদাতার জন্য প্রযোজ্য হারে অর্থাৎ ১০% হারে মোট ৫০,০০০/- টাকা এবং বাড়ী ভাড়া পরিশোধ করার ক্ষেত্রে নিবাসী করদাতার জন্য প্রযোজ্য হারে অর্থাৎ ৩% হারে মোট ৪,৫০০/- টাকা উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হবে।

১লা জুলাই ২০০৮ইং তারিখে বা তৎপরবর্তী তারিখে অনিবাসী বাংলাদেশী কোন ব্যক্তি করদাতাকে লভ্যাংশ ব্যতীত যেকোন আয় পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তনের পরিবর্তিত এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

১৪। উৎসে আয়কর কর্তনে ব্যর্থতার জন্য জরিমানাসহ আয়কর আদায় সংক্রান্ত ধারা ৫৭ সংশোধনঃ

৩০শে জুন, ২০০৮ পর্যন্ত বলবৎ আয়কর অধ্যাদেশের ৫৭ ধারার উপধারা (২) অনুযায়ী উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং এর দায়িত্বে নিয়োজিত কর কমিশনার অথবা উপ কর কমিশনার উৎসে আয়কর কর্তনে ব্যর্থ করদাতার উপর জরিমানা আরোপ করাসহ করদাতার নিকট থেকে খেলাপী আয়কর ও জরিমানা আদায় করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। অর্থ অধ্যাদেশ ২০০৮ এর মাধ্যমে জরিমানা আরোপ করাসহ খেলাপী আয়কর ও জরিমানা আদায় করার এ দায়িত্ব উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং এর দায়িত্বে নিয়োজিত কর কমিশনার অথবা উপ কর কমিশনারের পরিবর্তে কর নির্ধারণের দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনারের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।



আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 57 এর উপধারা (2) সংশোধন করে এরূপ বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে যে, আয়কর অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক কোন কার্য সম্পাদনকালে উপকর কমিশনারের নিকট যদি এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি আয়কর অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী উৎসে আয়কর কর্তনে ব্যর্থ হয়েছেন অথবা কম কর্তন করেছেন তাহলে উক্ত ব্যক্তির কর নির্ধারণের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপকর কমিশনার তাঁর উপর খেলাপী করের ২% হারে জরিমানা আরোপ করবেন এবং তাঁর নিকট থেকে জরিমানাসহ খেলাপী আয়কর আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। ০১/০৭/২০০৮ তারিখ থেকে এ বিধান কার্যকর হবে।

১৫। আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 75 এর সংশোধনঃ

(ক) অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 75 এর উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (C) এর সাব-ক্লজ (i) প্রতিস্থাপন করে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত কোন করদাতা প্রেষণ নিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য বা লিয়েন নিয়ে কোন চাকুরীর জন্য বিদেশে অবস্থান করলে বিদেশে অবস্থানকালীন সময়ের মধ্যে উক্ত করদাতাকে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে না। তবে, উক্ত করদাতাকে দেশে ফেরার ৩ মাসের মধ্যে আয়কর রিটার্ন/রিটার্নসমূহ দাখিল করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রেষণ বা লিয়েন মঞ্জুরীর সরকারী আদেশের (জিও) কপিসহ সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারকে তাঁর দেশ ত্যাগের বিষয়টি অবহিত করবেন।

(খ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 75 এর উপধারা (3) এর বিধান অনুযায়ী উপকর কমিশনার কোন করদাতার যে কোন আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা ৩ (তিন) মাস এবং পরিদর্শী অতিরিক্ত/যুগ্ম কর কমিশনারের অনুমোদনক্রমে আরো ৩ (তিন) মাস অর্থাৎ মোট ৬ (ছয়) মাস সময় বর্ধিত করতে পারতেন। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 75 এর উপধারা (3) এর বিদ্যমান প্রোভাইসো'র পর আরও একটি নতুন প্রোভাইসো সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে যে, সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে উপকর কমিশনার সময়সীমা বর্ধিত করতে পারবেন না। তবে, সাধারণ পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে সময় বর্ধিতকরণ সংক্রান্ত উপকর কমিশনারের ক্ষমতা বহাল থাকবে।

১৬। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 82 ধারার প্রথম প্রোভাইসো এবং তৎসংশ্লিষ্ট উপধারা-(2) বিলোপকরণপূর্বক নতুন 82 ধারা প্রতিস্থাপনঃ  
৩০/০৬/২০০৮ তারিখ পর্যন্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 82 ধারার প্রথম প্রোভাইসো অনুযায়ী আয়কর রিটার্নকে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ রিটার্ন হিসেবে প্রত্যয়ন করে

চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রসহ বিদেশী কোম্পানী, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, ব্যাংকিং ইন্স্যুরেন্স বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কর্তৃক রিটার্ণ দাখিল করা হলে ৪২ ধারার প্রথম প্রোভাইসো অনুযায়ী উক্ত রিটার্ণকে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ রিটার্ণ হিসেবে বিবেচনা করে মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য উপ কর কমিশনারের বাধ্যবাধকতা ছিল।

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে ৪২ ধারার উক্ত প্রোভাইসোটি এবং উহার সংগে সংশ্লিষ্ট উপধারা-(২) বাতিল করে উপরে বর্ণিত বিধান বিলোপ করা হয়েছে এবং ৪২ ধারার অন্যান্য বিধানগুলো নিয়ে ৪২ ধারাটি সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত নতুন ৪২ ধারা অনুযায়ী কোন করদাতা আয়কর অধ্যাদেশের ৭৫(২)(C) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করা হলে, রিটার্ণ দাখিলের সময় বা রিটার্ণ দাখিলের পূর্বে স্বীকৃত করদায় পরিশোধ করা হলে এবং দাখিলকৃত রিটার্ণে-

(ক) ক্ষতি প্রদর্শিত না হলে;

(খ) পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা কম আয় প্রদর্শিত না হলে; এবং

(গ) কর ফেরত সৃষ্টি না হলে;

যদি উপ কর কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, করদাতার উপস্থিতি ছাড়া বা অন্য কোন প্রমাণ পত্র দাখিল করা ব্যতিরেকে দাখিলকৃত রিটার্ণের ভিত্তিতে মামলাটি নিষ্পত্তিযোগ্য তাহলে উপকর কমিশনার করদাতার প্রদর্শিত আয় মেনে নিয়ে আয়কর মামলা নিষ্পত্তি করতে পারবেন এবং এরূপ নিষ্পত্তিকৃত কর মামলার কর নির্ধারণী আদেশ মামলা নিষ্পত্তির ৩০ দিনের মধ্যে করদাতার নিকট প্রেরণ করবেন।

উল্লেখ্য যে, ৪২ ধারার প্রথম প্রোভাইসো এবং উপধারা-২ বিলোপ করা হলেও ইতোমধ্যে উক্ত ধারার অধীনে কোন কর মামলায় নিরীক্ষা কার্যক্রম গৃহীত হয়ে থাকলে এবং তা অনিষ্পত্তিকৃত অবস্থায় থাকলে আয়কর অধ্যাদেশের ৭৪ ধারায় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সে মামলা নিষ্পত্তি করতে কোন বাধা থাকবে না।

১৭। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিসহ কর নির্ধারণ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের ৪২B, ৪৩A ও ৪৩AA ধারা বিলোপঃ

অর্থ অধ্যাদেশ ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪২B, ৪৩A ও ৪৩AA ধারাসমূহ বিলোপ করা হয়েছে এবং ৪৩A ধারার সংগে সম্পর্কিত আয়কর বিধি ৩৪ বিলোপ করা হয়েছে। তবে ৪২B, ৪৩A এবং ৪৩AA ধারার বিধানের আলোকে যে সকল মামলায় নিরীক্ষা কার্যক্রম অনিষ্পত্তিকৃত অবস্থায় আছে আয়কর অধ্যাদেশের ৭৪ ধারায় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সে সকল মামলা নিষ্পত্তি করতে আইনগত কোন বাধা থাকবে না। ৪২B, ৪৩A এবং ৪৩AA ধারা বিলুপ্ত হলেও এ সকল ধারা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকৃত কোন মামলার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৭৩ ধারার কার্যক্রম গ্রহণে কোন বাধা থাকবে না।



১৮। কর ফাঁকির জন্য জরিমানা সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের 128 ধারার সংশোধনঃ  
অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 128 এর উপধারা (1) সংশোধন করে কোন করদাতার আয়/সম্পদ গোপনের জন্য কর ফাঁকি উদঘাটিত হলে ফাঁকিকৃত করে উপর উপকর কমিশনার/আপীলাত কর্তৃপক্ষ/কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক স্বেচ্ছা ক্ষমতা অনুযায়ী সর্বনিম্ন ০% থেকে সর্বোচ্চ ২৫০% পর্যন্ত জরিমানা আরোপের পরিবর্তে বাধ্যতামূলকভাবে ১০% হারে জরিমানা আরোপের বিধান করা হয়েছে।

একই উপধারার প্রোভাইসোটি প্রতিস্থাপন করে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, আয় গোপন করার যত বছর পর কর ফাঁকি উদঘাটিত হবে করদাতার উপর তত ১০% হারে জরিমানা আরোপ হবে। ০১/০৭/২০০৮ বা এর পরবর্তী তারিখে জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে যে কোন করবর্ষের মামলার জন্য এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

ধরা যাক, জামাল সাহেবের ২০০৪-২০০৫ করবর্ষে সাধারণ পদ্ধতিতে নিষ্পত্তিকৃত আয়কর মামলায় প্রদেয় করে পরিমাণ ১৬,৫৮০/- টাকা। ২০০৮-২০০৯ করবর্ষে উপকর কমিশনার কর ফাঁকির সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে জামাল সাহেবের ২০০৪-২০০৫ করবর্ষের মামলাটি 93 ধারায় পুনঃউন্মোচন করে মামলাটি নিষ্পত্তি করেন। ধরা যাক, 93 ধারায় পুনঃউন্মোচনের পর নির্ধারিত আয়ের ভিত্তিতে প্রদেয় করে পরিমাণ ২৬,৫৮০/- টাকা। এক্ষেত্রে ফাঁকিকৃত করে পরিমাণ ১০,০০০/- টাকা। ২০০৪-২০০৫ করবর্ষের ফাঁকি দেয়া কর ২০০৮-২০০৯ করবর্ষে উদঘাটিত হয়েছে। ফাঁকি দেয়ার পর ২০০৫-২০০৬, ২০০৬-২০০৭ ও ২০০৭-২০০৮ করবর্ষ অর্থাৎ তিন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে আরোপযোগ্য জরিমানার হার =  $3 \times 10\% = 30\%$  এবং আরোপযোগ্য জরিমানার পরিমাণ হবে  $10,000/-$  টাকার  $30\% = 3,000/-$  টাকা।

আবার ধরা যাক, জামাল সাহেবের ২০০৫-২০০৬ করবর্ষের স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে নিষ্পত্তিকৃত আয়কর মামলায় প্রদেয় করে পরিমাণ ৬,৫৮০/- টাকা। ২০০৮-২০০৯ করবর্ষে উপকর কমিশনার কর ফাঁকির সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে জামাল সাহেবের ২০০৫-২০০৬ করবর্ষের মামলাটি 93 ধারায় পুনঃউন্মোচন করে মামলাটি নিষ্পত্তি করেন। ধরা যাক, 93 ধারায় পুনঃউন্মোচনের পর নির্ধারিত আয়ের ভিত্তিতে প্রদেয় করে পরিমাণ ২৯,৫৮০/- টাকা। এক্ষেত্রে ফাঁকিকৃত করে পরিমাণ ২৯,৫৮০ - ৬,৫৮০ = ২৩,০০০/- টাকা। ২০০৫-২০০৬ করবর্ষের ফাঁকি দেয়া কর ২০০৮-২০০৯ করবর্ষে উদঘাটিত হয়েছে। ফাঁকি দেয়ার পর ২০০৬-২০০৭ ও ২০০৭-২০০৮ করবর্ষ অর্থাৎ দুই বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে আরোপযোগ্য করে হার =  $2 \times 10\% = 20\%$  এবং আরোপযোগ্য জরিমানার পরিমাণ হবে  $23,000/-$  টাকার  $20\% = 4,600/-$  টাকা।

১৯। আয়কর অধ্যাদেশের 158 ধারার সংশোধনঃ  
৩০/০৬/২০০৮ইং তারিখ পর্যন্ত বলবৎ বিধান অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদনক্রমে উপকর কমিশনার কর্তৃক আয়কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল

দায়েরের বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 158 এর উপধারা (2A) সংশোধন করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিবর্তে কর কমিশনারের অনুমোদনক্রমে উপকর কমিশনার কর্তৃক আয়কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালাে আপীল মামলা দায়েরের বিধান করা হয়েছে।

০১/৭/২০০৮ইং বা এর পরবর্তী তারিখে উপকর কমিশনার কর্তৃক আয়কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালাে যেকোন করবর্ষের আপীল মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

২০। আয়কর অধ্যাদেশ 170 ধারার সংশোধনঃ

৩০/০৬/২০০৮ইং তারিখ পর্যন্ত বলবৎ বিধান অনুযায়ী কর কমিশনার কোন করদাতার শাস্তির কম্পাউন্ড করতে পারতেন। অর্থ অধ্যাদেশ ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 170 সংশোধন করে কর করদাতার শাস্তি কম্পাউন্ড করার ক্ষমতা কর কমিশনারের পরিবর্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে।

০১/০৭/২০০৮ইং তারিখ থেকে পরিবর্তিত এ বিধান কার্যকর হবে।

২১। প্রভিডেন্ড ফান্ড অনুমোদনের সময়সীমা বর্ধিতকরণঃ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 1<sup>st</sup> Schedule, Part- B এর অনুচ্ছেদ-2 এর ক্লজ (1) অনুযায়ী কর কমিশনার কর্তৃক আবেদনপত্র গ্রহণের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে প্রভিডেন্ড ফান্ড অনুমোদন করার বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে এই সময়সীমা ১৫ দিন বাড়িয়ে ৩০ দিনের পরিবর্তে ৪৫ দিন করা হয়েছে। ১লা জুলাই, ২০০৮ইং বা এর পরবর্তী তারিখে দাখিলকৃত আবেদনের ক্ষেত্রে এই সময়সীমা কার্যকর হবে।

২২। কম্পিউটারের অবচয় অনুমোদনের বিধানঃ

ব্যবসা কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটারের অবচয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে ৩০শে জুন, ২০০৮ইং পর্যন্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে সুনির্দিষ্টভাবে কোন অবচয় হার উল্লেখ ছিল না। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩য় তফসিলের অনুচ্ছেদ-3 এর অন্তর্গত টেবিলে নতুন এন্ট্রি সংযোজন করে কম্পিউটারের মূল্যের ৩০% হারে অবচয় অনুমোদনের বিধান করা হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ বা এর পরবর্তী কোন কর বছরের কর মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কম্পিউটারের উপর উল্লিখিত হারে অবচয় অনুমোদন প্রযোজ্য হবে।

২৩। ত্বরায়িত অবচয় ভাতা অনুমোদনের মেয়াদ বৃদ্ধিঃ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 3<sup>rd</sup> Schedule এর অনুচ্ছেদ-7 অনুযায়ী ৩০শে জুন ২০০৮ তারিখে ত্বরায়িত অবচয় ভাতা অনুমোদনের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে প্রযোজ্য শর্তসমূহ অপরিবর্তিত রেখে ত্বরায়িত অবচয় ভাতা অনুমোদনের মেয়াদ ৩০/০৬/২০১১ তারিখ



পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। ফলে তৃতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ-7 এ বর্ণিত শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে করদাতা ৩০/০৬/২০১১ইং তারিখ পর্যন্ত ত্বরায়িত অবচয় ভাতার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

২৪। বিদেশী টেকনিশিয়ানের বেতন আয় করমুক্ত হওয়ার বিধান বিলোপকরণঃ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 6<sup>th</sup> Schedule, Part- A এর অনুচ্ছেদ-15 অনুযায়ী ৩০শে জুন ২০০৮ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে বিদেশী টেকনিশিয়ানের বেতন আয় ৩ বছরের জন্য করমুক্ত হওয়ার বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে উক্ত অনুচ্ছেদটি বিলোপ করা হয়েছে। এর ফলে বিদেশী টেকনিশিয়ানের বেতন আয় করমুক্ত হিসেবে অনুমোদনের জন্য ০১/০৭/২০০৮ বা এর পরবর্তী তারিখে দাখিলকৃত আবেদনপত্র জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন প্রদানের সুযোগ থাকবে না।

তবে ৩০/০৬/২০০৮ তারিখের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে এ সংক্রান্ত কোন আবেদনপত্র দাখিল করা হয়ে থাকলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ৩০/০৬/২০০৮ পর্যন্ত বিদ্যমান বিধানের আওতায় ৩০/০৬/২০০৮ তারিখের পরেও আবেদনপত্রসমূহ বিবেচনা করতে পারবে। উল্লেখ্য যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিদেশী টেকনিশিয়ানের বেতন আয় করমুক্ত সুবিধা ভোগ করবে।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ১৫ এর সাথে সম্পর্কিত ১৬ এবং ১৭ নং অনুচ্ছেদ এবং S.R.O No-150-L/81, Dated 12th May, 1981 বিলোপ করা হয়েছে।

২৫। মিউচুয়াল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ডের লভ্যাংশের করমুক্ত সীমা সংক্রান্ত বিধান সংশোধনঃ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 6<sup>th</sup> Schedule, Part- A এর অনুচ্ছেদ-22 অনুযায়ী মিউচুয়াল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ড থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের পরিমাণ ২৫,০০০/- টাকা অতিক্রম না করলে উক্ত লভ্যাংশ আয় করমুক্ত ছিল। অপরদিকে লভ্যাংশের পরিমাণ ২৫,০০০/- টাকা অতিক্রম করলে কোন করমুক্ত সুবিধা প্রযোজ্য হতো না, সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অংকের উপর আয়কর প্রযোজ্য হতো যেমন- ইউনিট ফান্ডের লভ্যাংশের পরিমাণ ৩০,০০০/- টাকা হলে ৩০,০০০/- টাকাই করযোগ্য হতো। অর্থ আইন, ২০০৮ এর মাধ্যমে এ বিধান পরিবর্তন করে সকল ক্ষেত্রে মিউচুয়াল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ড থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের পরিমাণ ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত করমুক্ত করার বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ লভ্যাংশের পরিমাণ ২৫,০০০/- টাকার বেশী হলে শুধু ২৫,০০০/- টাকার অতিরিক্ত অংক করযোগ্য হবে যেমন- ইউনিট ফান্ডের লভ্যাংশের পরিমাণ ৩০,০০০/- টাকা হলে  $(৩০,০০০ - ২৫,০০০) = ৫,০০০/-$  টাকা করযোগ্য হবে।

২৬। কৃষি আয়ের করমুক্ত সীমা বর্ধিতকরণঃ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 6<sup>th</sup> Schedule, Part- A এর অনুচ্ছেদ-29 অনুযায়ী যে সকল করদাতার কৃষি আয় ছাড়া অন্য কোন আয় নেই সে সকল করদাতার কৃষি খাতের আয় ৩০/০৬/২০০৮ইং তারিখ পর্যন্ত কৃষি আয়ের করমুক্ত সীমা ছিল ৪০,০০০/- টাকা। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে করমুক্ত আয়ের এই সীমা বৃদ্ধি করে ৫০,০০০/- টাকা করা হয়েছে। এর ফলে যে সকল করদাতার কৃষি আয় ছাড়া অন্য কোন আয় নেই সে সকল করদাতার আয় করমুক্ত আয়ের সাধারণ সীমার অতিরিক্ত আরো ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত করমুক্ত থাকবে অর্থাৎ ঐ করদাতাকে ২০০৮-০৯ কর বছরে ২,১৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের জন্য কোন আয়কর পরিশোধ করতে হবে না।

মহিলা করদাতা, প্রতিবন্ধী করদাতা অথবা ৭০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার যদি কৃষি আয় ব্যতীত অন্যকোন আয় না থাকে তাহলে তাঁদের ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা দাঁড়াবে (১,৮০,০০০/- + ৫০,০০০/-) = ২,৩০,০০০/- টাকা।

২৭। কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবসা এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা বিষয়ক [Information Technology Enable Services (ITES)] ব্যবসা থেকে অর্জিত আয় করমুক্তকরণঃ

এস.আর.ও নং- ২১৬-আইন/আয়কর/২০০৫, তারিখ- ১৬/০৭/২০০৫ দ্বারা ৩০/০৬/২০০৮ তারিখ পর্যন্ত সফটওয়্যার ব্যবসা থেকে উদ্ভূত আয়কে করমুক্ত করা হয়েছিল। ৩০/০৬/২০০৮ তারিখে উক্ত এস.আর.ও এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় এস.আর.ও এর অধীনে কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবসা থেকে উদ্ভূত আয় করমুক্ত হওয়ার বিধান রহিত হয়েছে। তবে অর্থ আইন, ২০০৮ এর মাধ্যমে সফটওয়্যার ব্যবসাসহ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা অর্থাৎ ITES ব্যবসার আয়কে করমুক্তকরণের লক্ষ্যে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ সিডিউল পার্ট- 'এ' তে নতুন একটি অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ-33) সংযোজন করা হয়েছে। নতুন এই অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 75(2)(C) ধারা মোতাবেক আয়কর রিটার্ন দাখিল সাপেক্ষে সফটওয়্যার ব্যবসা এবং ITES ব্যবসা থেকে উদ্ভূত আয় ০১/০৭/২০০৮ থেকে ৩০/৬/২০১১ পর্যন্ত করমুক্ত থাকবে। উক্ত অনুচ্ছেদে ITES এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে যা নিম্নরূপ :

**Information Technology Enabled Services (ITES) means-** Digital Content Development and Management, Animation (both 2D and 3D), Geographic Information Services (GIS), IT Support and Software Maintenance Services, Web Site Services, Medical Transcription, Business Process Outsourcing, Data entry, Data Processing, Call Centre, Computer Aided, Engineering and Design, Remote IT Maintenance.



২৮। হাঁস-মুরগীর খামার, মৎস্য খামার, গবাদি পশুর খামার ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃত আয় করমুক্তকরণঃ

এস.আর.ও নং- ২০৬-আইন/আয়কর/২০০৫, তারিখ- ০৬/০৭/২০০৫ দ্বারা ৩০/০৬/২০০৮ তারিখ পর্যন্ত হাঁস-মুরগীর খামার, মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগীর দানাদার খাদ্য (pelleted poultry feed) উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বীজ বিপণন, গবাদি পশুর খামার, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামার, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, উদ্যান খামার প্রকল্প (horticulture), ছত্রাক (mushroom) উৎপাদন খামার, ফুল ও লতা-পাতার চাষ (floriculture), রেশম গুটিপোকা পালনের খামার থেকে উদ্ধৃত আয়কে করমুক্ত করা হয়েছিল। ৩০/০৬/২০০৮ তারিখে উক্ত এস.আর.ও এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় এস.আর.ও এর অধীনে উল্লিখিত খাতসমূহ থেকে উদ্ধৃত আয় করমুক্ত হওয়ার বিধান রহিত হয়েছে। তবে অর্থ আইন, ২০০৮ এর মাধ্যমে উল্লিখিত খাতসমূহের আয়কে করমুক্তকরণের লক্ষ্যে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 6<sup>th</sup> Schedule, Part- A তে একটি নতুন অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ-34) সংযোজন করা হয়েছে। নতুন এই অনুচ্ছেদের বিধান নিম্নলিখিত শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে উল্লিখিত খাতসমূহ থেকে উদ্ধৃত আয় ০১/০৭/২০০৮ থেকে ৩০/৬/২০১১ পর্যন্ত করমুক্ত বলে গণ্য হবে :

- (ক) বর্ণিত উৎসসমূহের আয়ের পরিমাণ ১,৫০,০০০/- টাকার বেশী হলে উক্ত আয়ের ন্যূনতম ১০% আয়বর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড অথবা সিকিউরিটিজ ক্রয়ে বিনিয়োগ করতে হবে।
- (খ) আয়কর অধ্যাদেশের 75(2)(C) ধারার বিধান অনুযায়ী আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে।
- (গ) আয়বর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে উক্ত আয় হস্তান্তর করা যাবে না।

২৯। হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি হতে উদ্ধৃত আয় করমুক্তকরণঃ

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 6<sup>th</sup> Schedule, Part- A তে একটি নতুন অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ-35) সংযোজন করে ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১১ পর্যন্ত সময়ে হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি হতে উদ্ধৃত আয়কে করমুক্ত আয় হিসেবে গণ্য করার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে ০১/০৭/২০০৮ থেকে উদ্ধৃত আয় করমুক্ত হবে। অর্থাৎ ২০০৯-২০১০ করবর্ষ থেকে হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি হতে উদ্ধৃত আয় করমুক্ত হবে। উল্লেখ্য যে, ০১/০৭/২০০৭ তারিখ তে ৩০/০৬/২০০৮ পর্যন্ত হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি থেকে উদ্ধৃত আয় করযোগ্য ছিল বিধায় ২০০৮-২০০৯ কর বছরে উক্ত আয় করযোগ্য হবে।

৩০। উৎপাদন-বন্টন চুক্তির আওতায় তেল-গ্যাস উৎপাদনে নিয়োজিত কোম্পানীর আয়কর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হলে কোম্পানীর হাতে উক্ত অর্থকে কর অব্যাহতি প্রদানঃ

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 6<sup>th</sup> Schedule, Part- A তে একটি নতুন অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ-36) সংযোজন করে উৎপাদন-বন্টন

চুক্তি (পিএসসি) এর আওতায় তেল গ্যাস উৎপাদনে নিয়োজিত কোন কোম্পানীকে সরকার কর্তৃক উহার আয়কর বাবদ কোন অর্থ পরিশোধ করা হলে ঐ অর্থ উক্ত তেল গ্যাস কোম্পানীর হাতে আয়করমুক্ত বলে বিবেচনা করার বিধান করা হয়েছে। ১ জুলাই, ২০০৮ইং থেকে এ বিধান কার্যকর হবে।

৩১। বেসরকারী কৃষি কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়কে আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান :

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 6<sup>th</sup> Schedule, Part- A তে একটি নতুন অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ-37) সংযোজন করে বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সকল বেসরকারী কৃষি কলেজ ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়কে আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। ১ জুলাই, ২০০৮ইং থেকে এ বিধান কার্যকর হবে।

৩২। নির্ধারিত এলাকায় নির্মিত পাঁচ তলা বা তদূর্ধ্ব উচ্চতা বিশিষ্ট ইমারত হতে উদ্ধৃত আয়কে আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান :

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 6<sup>th</sup> Schedule, Part- A তে একটি নতুন অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ-38) সংযোজন করে ০১/০৭/২০০৮ তারিখ হতে ৩০/০৬/২০১৩ তারিখের মধ্যে নির্মিত ন্যূনতম ১০টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট পাঁচ তলা বা তদূর্ধ্ব তলার ইমারত হতে উদ্ধৃত আয়কে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে নির্মাণ শেষ হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী দশ বছর পর্যন্ত আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে :

ইমারতটি দেশের যেকোন সিটি কর্পোরেশন, যেকোন জেলা সদরের পৌরসভা, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অথবা ঢাকা জেলার অন্তর্গত যেকোন পৌরসভার আওতাধীন এলাকার বাইরে বাংলাদেশের যেকোন এলাকায় নির্মিত হতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে, যদি কোন করদাতা ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলায় ০১/০৭/২০০৮ তারিখ থেকে নির্মাণ কাজ শুরু করে ১২টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট একটি ৬(ছয়) তলা ভবনের নির্মাণ কাজ ৩০/০৫/২০০৯ তারিখে শেষ করেন এবং উক্ত ভবন ভাড়া দিয়ে অথবা বিক্রয় করে কোন আয় প্রাপ্ত হন তাহলে ৩০/০৫/২০০৯ তারিখ থেকে পরবর্তী ১০(দশ) বছর পর্যন্ত তিনি উক্ত আয়ের উপর আয়কর অব্যাহতি সুবিধা ভোগ করবেন।

৩৩। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (SME) এর আয়কে আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদানঃ

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 6<sup>th</sup> Schedule, Part- A তে একটি নতুন অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ-39) সংযোজন করে এমন বিধান করা হয়েছে যে, পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প যার বার্ষিক টার্গ ওভারের পরিমাণ ২৪,০০,০০০/- টাকার বেশী নয় উহার আয় করমুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য যে, এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর



75(2)(C) ধারা অনুযায়ী আয়কর রিটার্ন দাখিল করার শর্ত রয়েছে। ২০০৮-২০০৯ কর বছর থেকে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

- ৩৪। জিরো-কুপন বন্ড হতে প্রাপ্ত আয়কে আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান :  
অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 6<sup>th</sup> Schedule, Part- A তে একটি নতুন অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ-40) সংযোজন করে জিরো-কুপন বন্ড হতে উদ্ভূত আয় ব্যাংক, বীমা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্ত হলে উক্ত আয়কে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে :
- (ক) ব্যাংক, বীমা অথবা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত জিরো-কুপন বন্ড বাংলাদেশ ব্যাংক ও সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রাক অনুমোদিত হতে হবে।
- (খ) ব্যাংক বীমা অথবা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত জিরো-কুপন বন্ড সিকিউরিজিট এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক প্রাক অনুমোদিত হতে হবে।
- ৩৫। আয়কর বিধি, ১৯৮৪ এর বিভিন্ন বিধি সংশোধন ও সংযোজন সংক্রান্ত :
- (ক) আমদানীর ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন অব্যাহতি সংক্রান্ত বিধি 17A সংশোধনঃ
- এস.আর.ও নং ২০৩-আইন/আয়কর/২০০৮, তারিখ- ৩০/০৬/২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি 17A এর প্রথম প্রোভাইসো সংশোধন করে কতিপয় পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে আয়কর কর্তন থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। বাজেট কার্যক্রম ২০০৮ এর মাধ্যমে আমদানীর ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন অব্যাহতির তালিকায় যে সকল পণ্য সংযোজন করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ
- “(241) Electronic cash register (H. S. Code 8470.50.00);  
(242) Silver bullion (H. S. Code 7106.91.00, 7106.92.00);  
(243) Gold bullion (H. S. Code 7108.12.00, 7108.13.00);  
(244) Ferrous waste and scrap of stainless steel (H. S. Code 7204.21.10);
- (খ) বাড়ী ভাড়ার ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন সংক্রান্ত আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি 17B এর সংশোধনঃ
- বাজেট কার্যক্রম ২০০৮ এর মাধ্যমে আয়কর বিধি-17B সংশোধন করে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা-53A অনুযায়ী বাড়ী ভাড়ার ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তনের জন্য বাড়ী ভাড়ার পরিমাণ সংক্রান্ত সীমা পরিবর্তন করা হয়েছে। ইতোপূর্বের বিধান অনুযায়ী বাড়ী ভাড়ার পরিমাণ ১৫,০০০/- টাকা অতিক্রম করলে উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হতো। সংশোধিত বিধান

অনুযায়ী বাড়ী ভাড়ার পরিমাণ ২০,০০০/- টাকা অতিক্রম করলেই কেবল উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। সংশোধিত 17B বিধি অনুযায়ী বাড়ী ভাড়ার ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তনের সিডিউল অপর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হলোঃ

বাড়ী ভাড়ার ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তনের সিডিউল

ক্রমিক নং	ভাড়ার পরিমাণ	উৎসে কর কর্তনের হার
১।	মাসিক বাড়ী ভাড়ার পরিমাণ ২০,০০০/- টাকার অধিক না হলে	শূন্য
২।	মাসিক বাড়ী ভাড়ার পরিমাণ ২০,০০০/- টাকার অধিক কিন্তু ৪০,০০০/- টাকার অধিক না হলে (সম্পূর্ণ ভাড়ার উপর)	৩%
৩।	মাসিক বাড়ী ভাড়ার পরিমাণ ৪০,০০০/- টাকার অধিক হলে (সম্পূর্ণ ভাড়ার উপর)	৫%

০১/০৭/২০০৮ তারিখে বা তৎপরবর্তী তারিখে প্রদেয় বা পরিশোধিত ভাড়ার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে।

(গ) আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এ বিধি 17BB এর সংযোজনঃ

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ তে খালি জমি ও মেশিনারী ভাড়ার ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন সংক্রান্ত সংযোজিত নতুন ধারা 53J এর সঙ্গে সম্পর্কিত একটি নতুন বিধি 17BB সংযোজন করা হয়েছে। বিধি 17BB অনুযায়ী খালি জায়গা বা প্লান্ট বা মেশিনারীর ভাড়া প্রদানকালে নিম্নলিখিত সিডিউল অনুযায়ী উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে :

উৎসে আয়কর কর্তনের হার

মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ১৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত	উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য নয়
মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ১৫,০০১/- টাকা থেকে ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত-	উৎসে আয়কর কর্তনের হার সম্পূর্ণ ভাড়ার উপর ৩%
মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ৩০,০০০/- টাকার অধিক হলে	উৎসে আয়কর কর্তনের হার সম্পূর্ণ ভাড়ার উপর ৫%

(ঘ) আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি 24, 25 ও 25A সংশোধনপূর্বক আয়কর রিটার্ন ফরম পরিবর্তন :

এস.আর.ও নং- ৮৮-আইন/আয়কর/২০০৮, তারিখ- ০৭/০৪/২০০৮ইং এর মাধ্যমে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-24 সংশোধনক্রমে ব্যক্তি ও কোম্পানী করদাতার আয়কর রিটার্ন ফরম সংশোধন করা হয়েছে। একই সাথে বিধি 25 ও 25A সংশোধনক্রমে ব্যক্তি করদাতার জন্য প্রযোজ্য সম্পদ ও দায়



বিবরণী (IT 10B) ও জীবনযাত্রার মান সংক্রান্ত বিবরণী (IT 10BB) তে সংশোধনী আনা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নতুন প্রবর্তিত রিটার্ন ফরমের অপরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে সম্পদ বিবরণী ও জীবনযাত্রার মান সংক্রান্ত বিবরণী সম্বলিত পুরোনো যে কোন আয়কর রিটার্ন ফরম ব্যবহার করা যাবে। উল্লেখ্য যে, নতুন প্রবর্তিত ব্যক্তি শ্রেণীর কতরদাতার রিটার্ন ফরম পূরণের বিষয়ে পৃথক নির্দেশিকা রয়েছে যার সাহায্য নিয়ে সহজেই আয়কর রিটার্ন পূরণ করা যায়।

(ঙ) যাতায়াত ভাতার অনুমোদনযোগ্য সীমা সংক্রান্ত বিধি-33C সংশোধনঃ  
৩০/০৬/২০০৮ইং তারিখ পর্যন্ত আয়কর বিধি ১৯৮৪ এর বিধি-33C অনুযায়ী কোন করদাতার বেতন খাতে আয় নিরূপণের ক্ষেত্রে যাতায়াত ভাতার পরিমাণ ১৮০০০/- টাকা পর্যন্ত করমুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হতো। বাজেট কার্যক্রম ২০০৮ এর মাধ্যমে যাতায়াত ভাতার করমুক্ত এ সীমা ২৪০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সংশোধিত এ বিধান ২০০৮-২০০৯ করবর্ষে প্রযোজ্য হবে।

(চ) স্বনির্ধারণী কর নির্ধারণ সম্পর্কিত বিধি 38 বিলোপকরণঃ  
বাজেট কার্যক্রম ২০০৮ এর মাধ্যমে স্বনির্ধারণী কর নির্ধারণ সম্পর্কিত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 83A বাতিল করা হয়েছে এবং একই সাথে 83A ধারার সঙ্গে সম্পর্কিত আয়কর বিধি 38 বাতিল করা হয়েছে।

৩৬। বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন সংশোধন, সংযোজন ও বাতিলকরণের মাধ্যমে আনীত সংশোধনীসমূহঃ

(ক) তাপানুকূল বাসের প্রিজাম্পটিভ করার অংক সংশোধনঃ  
৩০/০৬/২০০৮ইং পর্যন্ত তাপানুকূল বাসের প্রিজাম্পটিভ করার পরিমাণ ছিল এস.আর.ও নং- ২২১-আইন/২০০৬ তারিখ- ২৭/০৭/১৯৯৯ এবং এসআরও নং-২০২-আইন/২০০০ তারিখ ০৩/০৭/২০০০ অনুযায়ী ৪,৫০০/- টাকা। এসআরও নং-২০৪-আইন/আয়কর/২০০৮ তারিখ ৩০/০৬/২০০৮ এর মাধ্যমে তাপানুকূল বাসের প্রিজাম্পটিভ করার পরিমাণ ৪,৫০০/- টাকার পরিবর্তে ৫,০০০/- টাকা করা হয়েছে। ফলে ০১/০৭/২০০৮ তারিখ বা তৎপরবর্তী তারিখে তাপানুকূল বাসের রেজিস্ট্রেশন বা ফিটনেস নবায়নের ক্ষেত্রে ৫,০০০/- টাকা হারে কর পরিশোধ করতে হবে।

(খ) পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্পের আয়ের উপর রেয়াতী (১৫%) হারে আয়কর ধার্যকরণঃ  
এস.আর.ও নং- ১৬৯-আইন/আয়কর/২০০৬, তারিখ- ০৬/০৭/২০০৬ দ্বারা পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত শিল্প হতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০০৮ পর্যন্ত সময় কালের জন্য ১৫% হারে কর নিধারণের বিধান ছিল। ৩০/০৬/২০০৮ইং তারিখে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ০১/০৭/২০০৮ইং থেকে উক্ত এসআরও-টির

কার্যকারিতা লোপ পায়। তবে নতুন একটি এসআরও (এস.আর.ও নং- ২০৬-আইন/আয়কর/২০০৮, তারিখ-৩০/০৬/২০০৮) জারী করে উপরে বর্ণিত শিল্পের আয়ের উপর ০১/০৭/২০০৮ইং থেকে ৩০/০৬/২০১১ইং পর্যন্ত ১৫% হারে আয়কর ধার্যকরণের বিধান অব্যাহত রাখা হয়েছে।

(গ) টেক্সটাইল শিল্পের আয়ের উপর রেয়াতী (১৫%) হারে আয়কর ধার্যকরণঃ এস.আর.ও নং- ১৬৮-আইন-আয়কর/২০০৬, তারিখ- ০৬/০৭/২০০৬ এর মাধ্যমে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইনের অধীন) এর অধীন নিবন্ধিত বস্ত্র উৎপাদনের সাথে জড়িত কোন সুতা উৎপাদন, সুতা ডাইয়িং, ফিনিশিং, কোনিং, কাপড় তৈরী, কাপড় ডাইয়িং, ফিনিশিং, প্রিন্টিং অথবা উক্তরূপ এক বা একাধিক প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কোন কোম্পানী ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০০৮ পর্যন্ত সময় কালের জন্য কেবল উল্লিখিত শিল্পের ব্যবসা হতে উদ্ধৃত আয়ের উপর ১৫% হারে কর নির্ধারণের বিধান ছিল। ৩০/০৬/২০০৮ইং তারিখে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ০১/০৭/২০০৮ইং থেকে উক্ত এসআরও-টি কার্যকারিতা হারিয়েছে। তবে নতুন একটি এসআরও (এস.আর.ও নং- ২০৭-আইন/আয়কর/২০০৮, তারিখ- ৩০/০৬/২০০৮) জারী করে উপরে বর্ণিত শিল্পের আয়ের উপর ০১/০৭/২০০৮ইং থেকে ৩০/০৬/২০১১ইং পর্যন্ত ১৫% হারে আয়কর ধার্যকরণের বিধান অব্যাহত রাখা হয়েছে।

(ঘ) চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্মের আয় করমুক্ত হওয়ার বিধান সম্বলিত এসআরও বাতিলকরণঃ এসআরও নং-১৫০-আইন/১৯৯৫ তারিখ ২৮শে আগষ্ট, ১৯৯৫ এবং উহা সংশোধন সংক্রান্ত এসআরও নং-১৮৩-আইন/৯৮ তারিখ ১৯শে আগষ্ট, ১৯৯৮ ও এসআরও নং-১৮১-আইন/৯৯ তারিখ ০১/০৭/১৯৯৯ অনুযায়ী চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্মের আয় ফার্মের হাতে করমুক্ত ছিল। বাজেট কার্যক্রম ২০০৮ এর মাধ্যমে এসআরও নং-২০৫-আইন/আয়কর/২০০৮ তারিখ ৩০/০৬/২০০৮ দ্বারা এসআরও নং-১৫০-আইন/১৯৯৫ তারিখ ২৮শে আগষ্ট, ১৯৯৫ বাতিল করা হয়েছে। এর ফলে ২০০৮-২০০৯ করবর্ষ থেকে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্মের আয় ফার্মের হাতে করযোগ্য হবে।

(ঙ) অঘোষিত বৈধ আয় ঘোষণা সংক্রান্ত এসআরওঃ বাজেট কার্যক্রম ২০০৮ এর মাধ্যমে এসআরও নং-২০৮-আইন/আয়কর/২০০৮ তারিখ ৩০/০৬/২০০৮ জারী করা হয়েছে। এ এস.আর.ও এর মাধ্যমে সরকার বৈধ উপায়ে অর্জিত কিন্তু ইতোপূর্বে অঘোষিত যে কোন বছরের আয়/বিনিয়োগ এ বছর ঘোষণা করার সুযোগ প্রদান করেছে। ব্যক্তি বা কোম্পানী, নিবাসী বা অনিবাসী যেকোন শ্রেণীর করদাতা এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। একাধিক করবর্ষের আয়/বিনিয়োগ অপ্রদর্শিত থাকলে এরূপ সকল করবর্ষের অপ্রদর্শিত আয়/বিনিয়োগ একত্রিত করে এই এস.আর.ও এর আওতায় ঘোষণা করতে হবে। এরূপ ঘোষিত



আয়ের উপর করদাতাকে ২০০৮-২০০৯ করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য হারে কর এবং উক্ত করের উপর ৭% হারে জরিমানা পরিশোধ করতে হবে। ১লা জুলাই, ২০০৮ থেকে ৩১ শে অক্টোবর, ২০০৮ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী করদাতাকে এরূপ অপ্রদর্শিত আয়/বিনিয়োগ ঘোষণা করতে হবে। উল্লেখ্য, ২০০৮-২০০৯ করবছরের আয়ের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। ২০০৮-২০০৯ করবছরের জন্য পৃথকভাবে রিটার্ণ দাখিল করতে হবে।

ইতোপূর্বে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করেননি বা করদাতার কোন কর নির্ধারণ সম্পন্ন হয়নি এমন ক্ষেত্রেও করদাতা অঘোষিত বৈধ আয় ঘোষণা করতে পারবেন। করদাতা যদি কোন করবর্ষের আয়কর রিটার্ণ দাখিল করে থাকেন কিন্তু ইতোমধ্যে ঐ করবর্ষের কর নির্ধারণ সম্পন্ন না হয়ে থাকে তা হলে এস.আর.ও ২০৮ অনুযায়ী করদাতা ঐ করবর্ষের অঘোষিত বৈধ আয়/বিনিয়োগ ঘোষণা করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে করদাতার দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ণে প্রদর্শিত আয় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৪২ ধারা অনুযায়ী হুবহু গৃহীত হবে।

এস.আর.ও নং-২০৮ অনুযায়ী এ বছরে অঘোষিত বৈধ আয় ঘোষণার পদ্ধতি গত বছরের এস.আর.ও ৯৮ অনুযায়ী অঘোষিত বৈধ আয় ঘোষণার পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। গত বছরে প্রত্যেক বছরের অঘোষিত আয়ের জন্য পৃথক পৃথকভাবে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করার প্রয়োজন ছিল এবং সংশ্লিষ্ট বছরের কর হার অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে কর গণনা করে কর পরিশোধ করার বিধান ছিল। এ বছরে এস.আর.ও নং-২০৮ অনুযায়ী একক বছরের অঘোষিত আয় একত্রিত করে একসঙ্গে এস.আর.ও তে নির্ধারিত একটি ছক অনুযায়ী ঘোষণা করতে হবে এবং উক্ত সম্পূর্ণ আয়ের উপর ২০০৮-০৯ করবর্ষের কর হার প্রয়োগ করে করের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

এসআরও নং-২০৮-আইন/আয়কর/২০০৮ অনুযায়ী আয়/বিনিয়োগ ঘোষণার ক্ষেত্রে করদাতার রিটার্ণ দাখিল করার প্রয়োজন নেই। ২০০৮-২০০৯ কর বছরের আয়ের সংগে একত্রিত করারও প্রয়োজন নেই। এসআরও নং-২০৮ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি করদাতা যদি আয়/বিনিয়োগ ঘোষণা করেন এবং তিনি ২০০৮-২০০৯ কর বছরের জন্য পৃথক রিটার্ণ দাখিল করেন তখন করদাতা এসআরও নং-২০৮ অনুযায়ী ঘোষিত আয়ের জন্য একবার করমুক্ত আয়ের সুবিধা এবং ২০০৮-২০০৯ কর বছরের প্রদর্শিত আয়ের জন্য আরও একবার করমুক্ত আয়ের সুবিধা পাবেন। এসআরও নং-২০৮ অনুযায়ী ঘোষিত আয়/বিনিয়োগ ২০০৮-২০০৯ অথবা ২০০৯-২০১০ কর বছরের সম্পদ বিবরণী/স্থিতিপত্রে প্রদর্শন করতে পারবেন। এসআরও নং-২০৮ অনুযায়ী ঘোষিত আয়ের জন্য পরিশোধিত আয়কর ও জরিমানার অংক কর নির্ধারণে করদাতার খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

এস.আর.ও ২০৮ অনুযায়ী করদাতা যে অঘোষিত বৈধ আয়/বিনিয়োগ ঘোষণা করবেন সেই আয়ের ক্ষেত্রে করবছর/বছরসমূহ উল্লেখ করার জন্য কোন কলাম নির্ধারিত ছকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা নেই। তবে, যেকোন বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য করদাতা অঘোষিত বৈধ আয়/বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট করবছর/বছরসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

এসআরও নং-২০৮-আইন/আয়কর/২০০৮ অনুযায়ী ঘোষিত বৈধ আয় বিনা প্রশ্নে গৃহীত হবে, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ অনুযায়ী আর কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না। তবে, অঘোষিত বৈধ আয়/বিনিয়োগ ঘোষণার পরেও যদি কোন কর বছরে করদাতার অঘোষিত আয়/বিনিয়োগ পাওয়া যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৭৩ ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণে কোন বাধা থাকবে না।

আয়/সম্পদ গোপন করার কারণে ইতোমধ্যে কোন করদাতার বিরুদ্ধে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর কোন বিধান অনুযায়ী যদি কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে তা হলে এস.আর.ও এর সুবিধা তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

বাজেট কার্যক্রম, ২০০৮ এর মাধ্যমে প্রণীত প্রজ্ঞাপনসমূহ ও নতুন প্রবর্তিত উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহের অধিক্ষেত্র সংক্রান্ত আদেশ পরিশিষ্ট-তে সংযোজন করা হলো।

**Bangladesh Tax Update**  
[www.kdroy.com.bd/www.ltr.com.bd](http://www.kdroy.com.bd/www.ltr.com.bd)

মোঃ আবদুল বাতেন  
প্রথম সচিব (আয়কর নীতি)  
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

নোটঃ বাজেট কার্যক্রম, ২০০৮ এর মাধ্যমে প্রণীত প্রজ্ঞাপনসমূহ ও নতুন প্রবর্তিত উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহের অধিক্ষেত্র সংক্রান্ত আদেশ (যা পরিশিষ্ট-তে বর্ণিত) এর মধ্যে প্রজ্ঞাপনসমূহ 'আয়কর প্রজ্ঞাপন' বিষয়ক বইতে এবং আয়কর কর্তন/সংগ্রহের অধিক্ষেত্র সংক্রান্ত আদেশ এই বইয়ের 'গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাবলী ও আদেশ' অংশে সন্নিবেশ করা হয়েছে।